হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঈমান, ত্যাগ ও দৃঢ়তার অনন্য দৃষ্টান্ত

যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে আবু বকর সিদ্দীক (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তারা তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) -কে তাঁর কাছে পাঠাল, যেন তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে আবার কুফরিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

তালহা এসে বললেন,

— হে আবু বকর! আমি আপনাকে একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাতে এসেছি।

আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন,

إِلَامَ تَدْعُونِي؟—!

"আপনি আমাকে কিসের দিকে আহ্বান করছেন?"

তালহা বললেন,

— আমি আপনাকে লাত ও উযযা-র ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি।

তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন,

وَمَنِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى؟—!

"লাত ও উযযা আবার কারা?"

তালহা বললেন,

— তারা আল্লাহর কন্যা।

তখন আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ একটি প্রশ্ন করলেন,

فَمَنْ أُمُّهُنَّ؟

"তাহলে তাদের মা কে?"

এই প্রশ্নটি বজ্রাঘাতের মতো তালহার অন্তরে আঘাত করল। তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। এরপর তিনি চারপাশের মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজলেন, কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না।

অবশেষে তালহা বললেন,

— হে আবু বকর! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়আত করছি।

এরপর তিনি **শাহাদাত** পাঠ করলেন এবং সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর অন্যতম মহান গুণ ছিল, তিনি নিজের সম্পদ গরিব, অসহায় ও দাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করতেন।

একদিন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন,

— হে আমার সন্তান! তুমি যদি এই সম্পদ শক্তিশালী লোকদের জন্য ব্যয় করতে, যারা তোমাকে রক্ষা করবে, তাহলে তো ভালো হতো।

আবু বকর (রাঃ) উত্তর দিলেন,

يَا أَبَتِ، إِنَّمَا أُنْفِقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ

"হে আমার পিতা! আমি তো এসব কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করি।"

তখন তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন—

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

অর্থ:*"অতএব যে ব্যক্তি দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য সহজ পথ সহজ করে দেব।"*

পরবর্তীতে মিসতাহ (مِسْطَحٌ) হযরত আয়িশা (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

অথচ মিসতাহ আবু বকর (রাঃ)-এর আর্থিক সহায়তায় জীবনযাপন করতেন।

এ ঘটনার পর আবু বকর (রাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আর কখনো মিসতাহকে সাহায্য করবেন না।

তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন—

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ: *"তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও সামর্থ্যের অধিকারী, তারা যেন আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান না করার শপথ না করে। বরং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"*

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) আবার মিসতাহকে সাহায্য করা শুরু করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে তিনি আর কখনো তাঁর সাহায্য বন্ধ করবেন না।

যখন বহু আরব গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ) -র পথে চলে গেল এবং ইসলামের ফরজ বিধান অস্বীকার করতে শুরু করল, তখন অধিকাংশ সাহাবি মনে করলেন, এত বড় বিদ্রোহের মুখোমুখি হওয়া আপাতত ঠিক হবে না।

কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একাই অটল থাকলেন।

তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

وَاللَّهِ لَا أَتْرُكُهُمْ حَتَّى يَعُودُوا إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تَنْقَطِعَ سَالِفَتِي

"আল্লাহর শপথ! তারা ইসলামে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা আমার প্রাণ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের ছেড়ে দেব না।"

আর তিনি আরও বলেছিলেন—

وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

"আল্লাহর শপথ! তারা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে যাকাতের একটি উট বাঁধার রশিও দিত, সেটিও আমাকে দিতে অস্বীকার করত, তবে আমি তার জন্যও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।"

এই দৃঢ় অবস্থানের কারণেই পরবর্তীতে আলেমগণ বলেছেন—

لَوْلَا أَبُو بَكْرٍ لَكَانَ الدِّينُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا الْآنَ غَيْرَ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ

"যদি আবু বকর (রাঃ) না থাকতেন, তবে আজ আমাদের হাতে যে দ্বীন রয়েছে, তা সম্ভবত রাসূল মুহাম্মদ ﷺ যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, সেই রূপে অবশিষ্ট থাকত না।"

সত্যিই, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবন পড়লে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। তিনি ছিলেন এক অনন্য, অতুলনীয় ও বিরল ব্যক্তিত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ هَنَّةٌ وَنَظَرٌ وَتَرَدُّدٌ، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، أَسْلَمَ دُونَ تَرَدُّدٍ

"আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি, সে কিছুটা চিন্তা করেছে, দ্বিধা করেছে; কিন্তু আবু বকর ব্যতিক্রম। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সত্যিই একাই যেন একটি উম্মাহ ছিলেন।

লোকমুখে প্রচলিত একটি উক্তি আছে—

لَوْ وُضِعَ إِيمَانُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ الصَّالِحِينَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ فِي كِفَّةٍ، لَرَجَحَتْ كِفَّةُ أَبِي بَكْرٍ

"যদি সকল সাহাবি, তাবিঈ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল নেককার মানুষের ঈমান এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমান রাখা হয়, তবে আবু বকরের পাল্লাই ভারী হবে।"

সমাপ্তি

আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে সেইসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা উত্তম কথা শুনে তা অনুসরণ করে।

তিনি যেন আমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফীক দান করেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অগণিত দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন— যতবার স্মরণকারীরা তাঁকে স্মরণ করে এবং যতবার গাফেলরা তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে।"

https://www.facebook.com/share/1Cn5nQsiD1/